তাবাররুকের বরকত

23-December-2021

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলের সাহাবী হযরত আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: একদিন সকাল বেলা **আল্লাহ পাকের শেষ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চেহারায় খুশির প্রভাব দেখা গেলো, সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** বার্তা পাঠিয়েছেন: **হে মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার উম্মত আপনার প্রতি একবার দরূদ

শরীফ পাঠ করবে, আমি তার জন্য ১০টি নেকী লিখে দিবো, তার ১০টি গুনাহ মুছে দিবো, ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবো এবং ততটুক রহমত প্রেরণ করবো।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাদেও সাথে সম্পৃক্ত জিনিসকে সাধারনত তাবাররুক বলা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ইসলামী সমাজের রীতি হলো যে, মুসলমানরা তাবাররুকের আদব করে আর তা থেকে বরকত অর্জন করে থাকে। আউলিয়ায়ে কিরামের পোষাক মুবারক হোক, তাঁদের পোষাকের সুতা হোক, পাগড়ী শরীফ, তাঁদেও চুল মুবারক, তাঁদের ব্যবহার্য পাত্র ইত্যাদি পেয়ে গেলো তো আমরা এরূপ জিনিষকে চুম্বন করে থাকি, চোখে

১. মুসনাদে আহমদ, ৫/৫০৯, হাদীস ১৬৩৫২।

লাগিয়ে থাকি, মাথায় রাখি, এর ওসীলায় **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করি। ⌘ তাবাররুকের কি মর্যাদা? ⌘ কোরআনে করীমের কি তাবাররুকের উল্লেখ রয়েছে? ⌘ **হেদায়ত হয়ে আগমনকারী নবী, মক্কী মাদানী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাবাররুকের ব্যাপারে কি শিক্ষা দিয়েছেন? ⌘ এই তাবাররুক থেকে কি বরকত অর্জিত হয়? এব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো, **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে কোরআন ও হাদীসের আলোকে বিশুদ্ধ কথা বলা, শুনা ও আমল করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জামার বরকতে চোখের দৃষ্টি ফিরে পেল

হযরত ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام এর ভাইয়েরা যখন তাঁকে কূপে ফেলে দিয়ে আপন পিতা হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام নিকট গিয়ে এটা বলল যে, হযরত ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام কে বাঘ খেয়ে ফেলেছে, তখন হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام 'র খুব ব্যথা এবং কষ্ট অনূভুত হলো আর তিনি আপন সন্তানের চিন্তায় অনেক দিন পর্যন্ত কান্না করতে থাকেন এবং অধিক পরিমাণে কান্না করার কারণে দৃষ্টি শক্তি দূর্বল হয়ে পড়েছিল, অতঃপর অনেক বছর পর যখন ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام ভাইয়েরা খরার সময় শস্যের জন্য দ্বিতীয় বার মিশর গেলো, আর ভাইয়েরা তাঁকে চিনতে পেরে অনুশোচনা প্রকাশ করে ক্ষমা চান তখন তিনি তাঁদের ক্ষমা করে বললেন আজ তোমাদের কোন দোষ-ত্রুটি নেই আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন তিনি পরম দয়ালু।

যখন হযরত ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام আপন ভাইদের নিকট সম্মানিত পিতা হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام 'র শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন তখন ভাইয়েরা বলল যে, তিনি তো আপনার বিচ্ছেদে কান্না করতে করতে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তাঁর দৃষ্টি শক্তিও অনেক হ্রাস পেয়েছে, ভাইদের মুখে পিতার অবস্থার কথা শুনে হযরত ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام অনেক ব্যথিত হলেন অতঃপর তিনি তাঁর ভাইদের বললেন:

اِذْهَبُوْا بِقَمِیْصِیْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِیْ یَاْتِ بَصِیْرًا ۚ وَ اْتُوْنِیْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِیْنَ ﴿۹۳﴾

(১৩ পারা সূরা ইউসূফ, আয়াত নং ৯৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমার এই জামা নিয়ে যাও এটা আমার পিতার মুখ-মণ্ডলের উপর রেখে দিও, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের পরিবারের সকলকে আমার নিকট নিয়ে এসো।

এরপর হযরত ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام ভাইয়েরা তাঁর জামা নিয়ে মিশর থেকে ফিলিস্তিনের দিকে রাওনা হয়। তাঁর ভাইদের মধ্য থেকে ইয়াহুদা বলল এই জামা নিয়ে আমিই হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام 'র নিকট যাবো, কেননা হযরত ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام কে কূপে নিক্ষেপ করে তাঁর রক্ত মাখা জামা আমিই তাঁর নিকট নিয়ে গিয়েছিলাম। আর আমিই এটা বলে তাঁকে ব্যথিত করে ছিলাম যে, হযরত ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام কে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলেছে, তাছাড়া আমি তাঁকে কষ্ট দিয়েছিলাম তাই আজ আমি এই জামা দিয়ে হযরত ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام 'র জীবিত থাকার সুসংবাদ শুনিয়ে তাঁকে আনন্দিত করতে চাই। সুতরাং ইয়াহুদা এই জামা নিয়ে আশি ফরসঙ্গ পর্যন্ত খোলা মাথায় ও খালি পায়ে দৌঁড়ে আসলেন। রাস্তায় আহার করার জন্য তাঁর নিকট সাতটি রুটি ছিল কিন্তু অতিরিক্ত খুশি ও তাড়াতাড়ি

পৌঁছার আগ্রহে তিনি ঐ রুটি গুলোও আহার করেন নি এবং তাড়াতাড়ি সফর সম্পন্ন করে পিতার খেদমতে পৌঁছে গেলেন।

ইয়াহুদা যে মাত্র জামা নিয়ে মিশর থেকে কিনআনের দিকে রাওনা হলো, কিনআনে হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام'র নিকট হযরত ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام 'র সুগন্ধ অনুভূত হতে লাগলো আর তিনি তাঁর পৌত্রগণকে বললেন:

اِنِّیْ لَاَجِدُ رِیْحَ یُوْسُفَ لَوْ لَاۤ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿۹۴﴾

(১৩ পারা, সূরা ইউসূফ, আয়াত নং ৯৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আমি ইউসূফের খুশবু পাচ্ছি, যদি আমাকে তোমরা এ কথা না বলো যে, আমার স্বাভাবিক অবস্থা লোপ পেয়েছে।

তাঁর পৌত্রগণ উত্তর দিলেন যে, আল্লাহ পাকের শপথ! আপনি আপনার ঐ পুরানো পুত্রস্নেহের মধ্যে বিভোর রয়েছেন। ইউসূফ আছেন এবং কোথায় আছেন ও কোথায় তাঁর সুগন্ধ? কিন্তু যখন ইয়াহুদা জামা নিয়ে কিনআনে পৌঁছলেন এবং যখনিই জামাটা হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام 'র মুখমণ্ডলের উপর রাখলো, তখনই তাঁর দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পেলো, যেমনিভাবে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে মাজীদে ইরশাদ করেন:

فَلَمَّاۤ اَنْ جَآءَ الْبَشِیْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِیْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۹۶﴾

(১৩ পারা, সূরা ইউসূফ আয়াত ৯৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হলো তখন সে জামাটা ইয়াকুবের মুখমণ্ডলের উপর রাখলো খতখনই তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসলো। বললো আমি কি বলতাম না যে, আমার, আল্লাহর সে সব মহিমা জানা আছে, যা তোমরা জানো না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ ওয়ালাদের পোশাক এবং কাপড়ের মধ্যেও অনেক বরকত ও কারামত জড়িত থাকে, যেমনি ভাবে

উল্লেখিত কুরআনের ঘটনাবলী থেকে জানা গেলো যে, হযরত ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام 'র জামা হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام 'র মুখ মণ্ডলের উপর রাখা হলো তখনই তাঁর দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে গেলো। সুতরাং বুযুর্গদের জামা ও পোশাককে তাবারুক বানিয়ে রাখা এবং তা থেকে বরকত ও আরোগ্য লাভ করা আর তাঁকে আল্লাহ পাকের দরবারে ওয়াসিলা (মাধ্যম) বানিয়ে দোয়া প্রার্থনা করা এটি গ্রহণযোগ্যতার এবং সৌভাগ্যবানদের একটি অনেক বড় মাধ্যম হয়ে থাকে।

আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও তাঁদের তাবাররুক সমূহ

শাহ অলীউল্লাহ মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন বান্দা **আল্লাহ পাকের প্রিয় হয়ে যায় তখন ❁ আল্লাহ তাঁতে তাঁর কৃপাদৃষ্টিতে রাখেন ❁ সেই বান্দা আসমানের দুলহা হয়ে যায় ❁ আল্লাহর প্রিয় বান্দা যেই জায়গায় থাকবে, সেখানে ফিরিশতার বরযাত্রী অবতরন করে ❁ সেখানে নূরের বর্ষণ হয় ❁ আল্লাহ পাকের রহমত সর্বদা তার অর্জিত হতে থাকে ❁ যেই জিনিস আল্লাহর প্রিয় বান্দার সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়, আল্লাহর রহমত সেই জিনিসের উপর অবতীর্ণ হয়,** এই কারণেই **আল্লাহ**র প্রিয় বান্দার সাথে সম্পর্কিত জিনিস, তাঁদের পোশাক সাধারন মানুষের পোষাক থেকে, তাঁদের ব্যবহৃত পাত্র, সাধারণ মানুষের পাত্র থেকে, তাঁদের জায়নামায সাধারন মানুষের জায়নামায থেকে, তাঁদের ঘর সাধারন মানুষের ঘর থেকে, তাঁদের মাযার ইত্যাদি সাধারন মানুষের তুলনায় উত্তম ও অনন্য হয়ে থাকে।[১] আলা হযরতের সম্মানিত আব্বাজান মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইবাদতের বরকত বর্ণনা

১. ফুয়ুযুল হারামাঈন, ৬০ পৃষ্ঠা।

করতে গিয়ে লিখেন: যে বান্দা অধিকহারে **আল্লাহ পাকে**র ইবাদত করে, **আল্লাহ পাক** তাকে বরকতময় বানিয়ে দেয়, এমনকি মানুষ তাঁর ঘর এবং পোশাক থেকে বরকত গ্রহন করে আর উপকৃত হয়।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কোরআনে করীমে "তাবাররুক" এর আলোচনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে আপন প্রিয় বান্দাদের সাথে সম্পর্কিত জিনিসের অধিকহারে আলোচনা করেছেন। কোরআনে মজীদে তাবাররুকের ব্যাপারে তিনটি শব্দ এসেছে: (১) اَثَر (২) سَكِيْنَه (৩) شَعَآئِرُ الله

"اَثَر" এবং এর ব্যাখ্যা

বনী ইসরাঈলে এক লোক ছিলো মূসা সামরী। শিক্ষার বিষয় দেখুন! একই সময়ে, একই জায়গা, একই সম্প্রদায়ে একই নামের দুজন লোক, কিন্তু কাজ উভয়ের ভিন্ন ছিলো: (১) একজন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام, তিনি ছিলেন **আল্লাহ পাকে**র প্রিয় নবী। (২) অপরজন মূসা সামরী, সে ছিলো কাফের মুনাফিক। যখন **আল্লাহ পাক** হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে তাওরাত শরীফ দেয়ার জন্য তুর পর্বকে ডাকলেন, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام ৪০দিন সেখানে অবস্থান করেছেন, এদিকে সামরী বনী ইসরাঈলীদের প্রতারিত করলো, তাদেও সমস্ত অলঙ্কারাদী নিলো, তা গলিয়ে একটি বাচুর বানালো, স্বভাবতই বাচুরটির প্রাণ ছিলো না, ডাকতে পারতো না, নড়াচড়া করতে পারতো না কিন্তু সামরীর নিকট কোন আশ্চার্য জিনিস ছিলো, সে

১. আনওয়াওে জামালে মুস্তফা, ৩৩৪ পৃষ্ঠা।

তা বাচুরটির মুখে ঢেলে দিলো তখন তা জীবিত হয়ে ডাকতে লাগলো। এবার সামরী বনী ইসরাঈলকে বললো: এই বাচুরটি হলো তোমাদের খোদা, এর ইবাদত করো![১] (اَسْتَغْفِرُ الله...اَسْتَغْفِرُ الله) অপরদিকে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তুর পর্বতেই সামরীর অবাধ্যতা সম্পর্কে জেনে গেলেন, তিনি রাগান্বিত অবস্থায় ফিরে এলেন এবং সামরীকে জিজ্ঞাসা করলেন:

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ﴿۹۵﴾
(পারা ১৬, সূরা ত্ব'হা, আয়াত ৯৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মূসা বললো: এখন তোমার কি অবস্থা, হে সামরী।

অর্থাৎ হে সামরী! তুমি এমনটি কোন করলে? এর কারণ বলো।[২] সামরী বললো:

بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا
(পারা ১৬, সূরা ত্ব'হা, আয়াত ৯৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: 'আমি তাই দেখেছি যা লোকেরা দেখেনি; অতঃপর আমি এক মুষ্টি ভরে নিলাম ফিরিশতার পদচিহ্ন থেকে। অতঃপর তা নিক্ষেপ করলাম।

অর্থাৎ, হে মূসা عَلَيْهِ السَّلَام! আমি তা দেখেছি, যা বনী ইসরাঈলরা দেখেনি, অর্থাৎ আমি জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে দেখেছি এবং তাঁকে চিনে নিলাম, তিনি ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন, অতএব আমি তাঁর ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন থেকে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে নিলাম, অতঃপর তা বাচুরের মধ্যে ঢেলে দিলাম, এই কারণে এই বাচুরটি জীবিত হয়ে ডাকতে লাগলো।[৩]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআনে করীমে হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর ঘোড়ার পায়ের সাথে স্পর্শ করা মাটির জন্য "اَثَر" শব্দটি

১. তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা ৯, সূরা আ'রাফ, ১৪৮ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৪৩৫।
২. তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা ১৬, সূরা ত্ব'হা, ৯৫নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/২৩৫।
৩. তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা ১৬, সূরা ত্ব'হা, ৯৫নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/২৩৫।

ব্যবহার করেছে। আর سُبْحٰنَ اللّٰه! শান দেখুন! হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** প্রিয়, তিনি নিঃসন্দেহে বরকতময় কিন্তু মাঝখানে মধ্যস্থতাকারী গণনা করুন: হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহর** প্রিয়, তাঁর সাথে ঘোড়ার সম্পর্ক হলো, ঘোড়ার পায়ের সাথে মাটির সম্পর্ক হলো, এই মাটির ভেতর **আল্লাহ পাক** এমন প্রভাব সৃষ্টি করে দিলেন যে, সেই মাটি লাগাতে নিষ্প্রাণ বাচুরের মাজে প্রাণ সঞ্চার হয়ে গেলো, তা ডাকতো না, ডাকতে শুরু করুলো। اَللّٰهُ اَكْبَر বুঝা গেলো যে, তাবাররুক সমূহ জীবন দানকারী হয়ে থাকে, **এর বরকতে মৃত অন্তর জীবিত হয়ে থাকে, মৃত জাতীর উত্থান অজিত হয়** এবং **আল্লাহ পাক** তাবাররুকের মাঝে মৃত বস্তুকে প্রাণ সঞ্চারেরও ক্ষমতা সৃষ্টি করে দেয়।

এই শান হলো খেদমতকারীদের

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই জায়গায় আরো একটি ঈমানোদ্দীপক পয়েন্ট রয়েছে। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام যাঁর ঘোড়ার পায়ের সাথে স্পর্শ হওয়ার মাটি নিষ্প্রাণকে প্রাণ সঞ্চারের প্রভাব রাখে, সেই জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে? ফিরিশতাদের সর্দার এবং আমাদের **প্রিয় নবী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খাদিম। অনুমান করুন! যখন খাদিমের ঘোড়ার পায়ের সাথে স্পর্শ করা মাটি এমন, তবে **আল্লাহ পাকের নেয়ামত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক কদম যেই মাটিতে স্পর্শ করবে, সেই মাটির মর্যাদা কি হবে!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

“سَكِيْنَه” এবং এর ব্যাখ্যা

দ্বিতীয় যেই শব্দটি কোরআনে করীমে তাবাররুকের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, সেই শব্দটি হলো: “سَكِيْنَه”, এর অর্থ হলো: অন্তরের প্রশান্তি এবং শান্ত করার বস্তু। তাবূতে সকীনার ঘটনা খুবই সুপ্রসিদ্ধ, **আল্লাহ পাক** কোরআনে মজীদের ২য় পারার শেষে তা বর্ণনা করেছেন, ঘটনাটি ছিলো যে, হযরত তালুত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বনী ইসরাঈলের বাদশাহ নিযুক্ত করা হলো, বনী ইসরাঈলরা এই সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করলো যে, তালুত তো গরীব, সে বাদশাহ কিভাবে হতে পারে? এতে তখনকার নবী হযরত শামুয়িল عَلَیۡہِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** আদেশে বললেন:

اِنَّ اٰیَةَ مُلْكِهٖۤ اَنْ یَّاْتِیَكُمُ التَّابُوْتُ فِیْهِ سَكِیْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২৪৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তার বাদশাহীর নির্দশন এই যে, তোমাদের নিকট তাবূত আসবে, যার মধ্যে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে চিত্ত-প্রশান্তি রয়েছে।

এখানে তাবূতের মধ্যে থাকা বস্তুকে **আল্লাহ পাক** سَكِيْنَه ইরশাদ করেছেন, এই সিন্দুকে কি ছিলো? ২য় পারার সূরা বাকারার ২৪৮নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ بَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَ اٰلُ هٰرُوْنَ

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২৪৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং কিছু অবশিষ্ট বস্তু, সম্মানিত মূসা ও সম্মানিত হারুনের পরিত্যক্ত;

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে: এই তাবূতে তাওরাত শরীফের পৃষ্ঠার টুকরো, হযরত মূসা عَلَیۡہِ السَّلَام এর কাপড়, তাঁর নালাঈন শরীফ (অর্থাৎ জুতা মুবারক), হযরত হারুন عَلَیۡہِ السَّلَام এর পাগড়ী এবং তাঁর লাঠি মুবারক ছিলো। বনী ইসরাঈলের কোন বিপদাপদ আসলে তখন

তারা এই তাবূতকে সামনে রেখে দোয়া করতো, তাদের দোয়া কবুল হতো, এই তাবূতের বরকতে তারা যুদ্ধে জয়লাভ করতো।[১] বুঝা গেলো, **আল্লাহ**র প্রিয় বান্দার সাথে সম্পর্কীত বস্তুতে অন্তরের প্রশান্তি রয়েছে, এর বরকতে বিপদ দূর হয়, দোয়া কবুল হয় এবং **আল্লাহ পাকে**র রহমত অঝোড়ে বর্ষণ হয়।

“شَعَائِرُ الله” এবং এর ব্যাখ্যা

তৃতীয় শব্দ যা কোরআনে করীমে তাবাররুকের জন্য ব্যবহার করেছেন, তা হলো: “شَعَائِرُ الله”, যার অর্থ হলো: **আল্লাহ**র নিদর্শন। কোরআন করীমে এই শব্দটি চার (৪) জায়গায় এসেছে। মুফাসসীরে কোরআন মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ☆ ঐ সকল জিনিস, যা **আল্লাহ পাক** দ্বীন ইসলাম বা নিজের কুদরত কিংবা আপন রহমতের নিদর্শন বলে ঘোষনা করেছেন ☆ ঐ সকল জিনিস, যা দ্বীনি মহত্ব অর্জন করেছে, তার সম্মান মুসলমান হওয়ার নিদর্শন হওয়া, তাকে شَعَائِرُ الله বলে।[২] অপর এক জায়গায় বলেন: আম্বিয়ায়ে কিরাম, মাশায়িখ (অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কিরাম) এবং ওলামারাও شَعَائِرُ الله এর অন্তর্ভূক্ত বরং তাঁরা তো شَعَائِرُ الله বানিয়ে থাকেন অর্থাৎ যেসকল জিনিস তাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় তা شَعَائِرُ الله হয়ে যায়। যেমন; ☆ কাবা শরীফ এই কারণেই সম্মানিত হয়েছে যে, তার সাথে আম্বিয়ায়ে কিরামের সম্পর্ক রয়েছে, হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর নির্মাণকারী, হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর নির্মাণে সহযোগিতাকারী, **সৈয়্যদুল আম্বিয়া, আহমদে মুজতাবা**

১. তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা ২, সূরা বাকারা, ২৪৮নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৩৭৩।
২. তাফসীরে নঈমী, ৬ষ্ট পারা, সূরা মায়িদা, ২য় আয়াতের পাদটিকা, ৬/১৭২।

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একে ভালবেসেছেন। ☆ আরাফাত (যেখানে হজ্জ হয়ে থাকে)। ☆ মীনা (যেখানে হাজিরা কুরবানি করেন, তাও) মহত্বপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে, এই কারণেই যে, এগুলোর সাথে **আল্লাহ** ওয়ালাদের সম্পর্ক রয়েছে, মীনার **আল্লাহ পাকে**র দু'জন নেক বান্দা হযরত ইব্রাহিম ও হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِمَا السَّلَام কুরবানি প্রদান করেছেন।[১] ☆ **আল্লাহ পাক** সাফা ও মারওয়াকে شَعَآئِرُ اللهِ বলেছেন, ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآىِٕرِ اللّٰهِۚ
(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় 'সাফা' ও 'মারওয়া' **আল্লাহ**র নিদর্শন গুলোর অন্তর্ভূক্ত।

অর্থাৎ সাফা ও মারওয়া, সম্মানিত পাহাড়, যেখানে **আল্লাহ**র নেক বান্দী হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর আম্মাজান, হযরত হাজেরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا পানির সন্ধানে সাতবার চক্কর লাগিয়েছেন, এই দু'টি পাহাড় কাবা শরীফের নিকটেই, কিয়ামত পর্যন্ত যেই বান্দা হজ্জ করবে, যেই বান্দা ওমরা করবে, তার উপর হযরত হাজেরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর স্মরণে এই পাহাড় দু'টিতে দৌঁড়ানো, সাত চক্কর লাগানো আবশ্যক। জানা গেলো, আম্বিয়ায়ে কিরাম, আউলিয়ায়ে কিরাম, **আল্লাহ**র নেককার বান্দার তাবাররুক মহত্বপূর্ণ জিনিস, এর সম্মান করা দ্বীনের নিদর্শণ।

তাবাররুকের সম্মান হলো অন্তরের তাকওয়া

কোরআনে করীমে شَعَآئِرُ اللهِ এর সম্মান করাকে অন্তরের তাকওয়া ইরশাদ করেছেন, ইরশাদ হচ্ছে:

১. মাওয়ায়িযা নঈমীয়া, ২২১ পৃষ্ঠা।

وَ مَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآىِٕرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿۳۲﴾

(পারা ১৭, সূরা হজ্জ, আয়াত ৩২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং যে **আল্লাহ**র নিদর্শনাবলীকে সম্মান করে, তবে এটা হচ্ছে অন্তরের পরহেযগারীর লক্ষণ।

তাবাররুক দ্বারা বরকত অর্জন করার হুকুম

খাদিমে মুস্তফা, হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, একদিন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খায়বর থেকে ফিরে আসছিলেন, সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان ও সাথে ছিলেন, মদীনা মুনাওয়ার নিকটে পৌঁছলেন, উহুদের চুঁড়া দেখা যাচ্ছিলো, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উহুদের উপর করুণার দৃষ্টি প্রদান করলেন এবং ইরশাদ করলেন: هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهٗ এই পাহাড় আমাকে ভালবাসে, আমি তাকে ভালবাসি।[১]

اَللّٰہُ اَکْبَرُ উৎসর্গিত হয়ে যান উহুদের ভাগ্যের প্রতি! আমরা অনেকদিন ধরে রাসূলের গোলামীর শ্লোগান দিয়ে আসছি, সৌভাগ্যবান তো সেই, যাকে **আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কবুল করেছেন।

যে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ভালবাসে, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যাকে নিজের প্রিয় বলেন, নিশ্চয় তার শান, তার মর্যাদা অনেক উচ্চ, কিন্তু এই জায়গায় যেই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট রয়েছে, তা বুঝা এবং অন্তরে গেঁথে নেয়া জরুরী, তা হলো যে, আমাদের **আক্বা ও মাওলা, রাসূলে খোদা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সেই আশিকের সাথে উম্মত কিরূপ আচরন করবে? জামেয়ে সগীরের ২৩৯নং হাদীসে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উহুদ পাহাড়ের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করেন, এরপর ইরশাদ করেন: فَاِذَا جِئْتُمُوْهُ যখন

১. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ৮৩তম অধ্যায়, ৩/১৫০, হাদীস ৪৪২২।

তোমরা উহুদ পাহাড়ের নিকট আসবে فَكُلُوْا مِنْ شَجَرِهٖ এতে উদ্গীড়ন হওয়া গাছের পাতা (তাবাররুক হিসেবে) খাও![১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন! প্রকাশ্যভাবে নিষ্প্রাণ মনে হওয়া পাহাড় **আল্লাহ পাকের শেষ নবী, মক্কী মাদানী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসার কারণে বরকতময় হয়ে যায়, তবে বলুন! গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসতেন না, দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসতেন না, খাজা গরীবে নেওয়াজম বাবা ফরিদ, সায়্যিদী আলা হযরত, মাওলানা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী, মুফতী আমজাদ আলী আযমী, যিয়াউদ্দীন মাদানী, মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী, বাবা শাহ জালাল ইয়ামেনী, শাহ মাকদুম রুপোস, শাহ আমানত, খাজা গরীবুল্লাহ শাহ رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এবং অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীন, আউলিয়ায়ে কিরাম, তাঁরা সবাই কি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসতেন না? অবশ্যই ভালবাসতেন, **আল্লাহ**র শপথ! তাঁরা সবাই আশিকে রাসূল ছিলেন বরং এই মনিষীরা মানুষকে রাসূলের ভালবাসার সূধা পূর্ণ করে করে পান করাতেন, যদি উহুদ পাহাড় বরকতময় হতে পারে তবে কি এই আউলিয়াগণ বরকতময় হবে না? অতঃপর দেখুন! **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক উহুদ পাহাড়ের হয়েছে বলে উহুদের পাহাড় বরকতময় হয়েছে, কিন্তু **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই পাহাড়ে উদ্গীড়ন হওয়া গাছের পাতা খাওয়া, তা থেকে বরকত অর্জন করার আদেশ দিয়েছেন। জানা গেলো, যাঁরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে মকবুল হয়, তারা নিজেরাও বরকতময় হয়, তাদের সাথে

১. জামেয়ে সগীর, ২১ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩৯।

সম্পর্কীত জিনিসও বরকতময় হয় এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চান এবং উৎসাহ দেন যে, এই বিষয়গুলোকে বরকতময়ও মনে করো আর এর থেকে বরকত অর্জনও করো।

আর বিষয়টি এখানেই শেষ নয়, হাদীসে পাকে এরপর আদেশ দেয়া হয়েছে, ইরশাদ করা হয়: وَلَوْ مِنْ عَضَاهِهٖ যদিও উহুদ পাহাড়ের উদ্গীড়ন হওয়া গাছের শুধু কাঁটাই পাও (বরকতের জন্য তাই চিবিয়ে নাও!)।[১]

আল্লামা মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কাটা চিবানোর জিনিস নয়, তা চিবানোর জন্য কষ্ট করতে হবে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর উদ্দেশ্য হলো যে, উহুদ পাহাড় বরকতময়, এর সাথে সম্পৃক্ত গাছ থেকে বরকত যদি সহজেই নিতো না পারো, তবে নিজেকে কষ্ট দিয়ে হলেও বরকত অর্জন করো![২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাবাররুকের বরকতে নিরাপত্তা লাভ হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাবাররুককে কোন অবস্থাতেই নগন্য মনে করবেন না। এর ওসীলায় অসংখ্য বরকত নসীব হয়ে থাকে। তাবাররুক আযাব থেকে বেঁচে থাকা, নিরাপত্তায় থাকার মাধ্যম। কোরআনে মজীদে মিশরের আলোচনা হয়েছে, এখানে ফেরাউন শাসন করতোম সে কাফের ছিলো, সে নিজেকে খোদা দাবী করলো, **আল্লাহ পাকের** নবী হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর বিরুদ্ধে অহঙ্কার করলো, অবাধ্য হলো, সে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ছড়ালো, **আল্লাহ পাক** তাকে এবং পথে চলা

১. জামেয়ে সগীর, ২১ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩৯।
২. ফয়ুল কদীর, ১/২৩৯, ১৩৯নং হাদীসের পাদটিকা।

জাতীকে নদীতে ডুবিয়ে দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন। কোরআনে মজীদে কয়েকটি জায়গায় কাফের জাতীর আলোচনা হয়েছে, তাদের উপর আযাব এসেছে, আ'দ জাতী কুফরী করলো, তাদের উপর আযাব এলো, তাদের বসতীতে এলো, সামুদ জাতীর কুফরী করলো, তাদের উপর আযাব এলো, তাদের বসতীতে এলো, লূত জাতী কুফরী করলো, তাদের উপর আযাব এলো, তাদের বসতীতে এলো কিন্তু ফেরাউনের উপর আযাব তার বসতীতে এলো না, তাকে শহর বের করে নদীতে ডুবানো হলো। ওলামারা এর অনেক হিকমত লিখেছেন, একটি হিকমত হলো যে, মিশর হলো বরকতময় জায়গা, এখানে হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এবং তাঁর ভাই যিনি **আল্লাহ পাকে**র অলী, তাঁদের মাযার রয়েছে, এর বরকতে মিশরকে ধ্বংস করা হয়নি বরং সেখানে বসবাসকারী কাফেরদের সেই জায়গা থেকে বের করে নদীতে ডুবিয়ে দেয়া হলো। কোরআনে মজীদে ৯ম পারা সূরা আ'রাফে **আল্লাহ পাক** ফেরাউনের ডুবে যাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছেন, এরপর ইরশাদ করেছেন যে, বনী ইসরাঈল যাদেরকে ফেরাউন জোড় করে গোলাম বানিয়ে রেখেছিলো, **আল্লাহ পাক** তাদেরক মিশরের ভূমির পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক বানিয়ে দিয়েছেন, **আল্লাহ পাক** তাঁর পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন:

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ

(পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৩৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি ঐ সম্প্রদায়কে, যাদেরকে দমিয়ে রাখা হয়েছিলো, ঐ ভূ-খণ্ডের পূর্ব পশ্চিমের মালিক করেছি, যা'তে আমি বরকত রেখেছি;

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কোরআন, মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের আলোকে লিখেন: মিশর ধ্বংস হওয়া থেকে

নিরাপদ রইলো, কেননা হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام এর সন্তান, যাঁরা **আল্লাহ**র অলী, তাঁদের মাযার সমূহ মিশরে রয়েছে।[১]

আউলিয়ায়ে কিরামের মাযার নিরাপদ হয়ে থাকে

এক বুযুর্গ ছিলেন, হযরত ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। ইমাম আবু হাসান নিশাপূরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একদিন আমার ভাগ্যের নক্ষত্র চমকে উঠলো, আমার স্বপ্নে **শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসীব হলো, আমি দেখলাম: **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযারে তাশরীফ আনয়ন করলেন, সাহাবায়ে কিরামও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাথে ছিলেন, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইমামতের জায়নামাযে তাশরীফ আনলেন, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পেছনে সারিবদ্ধ হলেন এবং **প্রিয় আক্বা, ইমামুল আম্বিয়া** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইক্তিদায় নামায পড়লেন। নামাযের পর **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ইয়াহইয়াহ বিন ইয়াহইয়ার মাযার এই শহরের অধিবাসীদের জন্য নিরাপত্তা স্বরূপ।[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাবাররুকাতের বরকতে তাওবা কবুল হয়

বনী ইসরাঈলের জন্মভূমি ছিল সিরিয়া, যখন হযরত ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام মিশরের বাদশাহ হিসাবে অধিষ্ঠিত হয়, ঐ সময় হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام এবং তাঁর সন্তানগণ মিশর চলে আসলেন। যখন ফেরাউন ডুবে গিয়েছিল, ঐ সময় সিরিয়া আমালিকা সম্প্রদায়ের অধীনে ছিল, ফেরাউনের ধ্বংসের পর আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দিলেন:

১. তাফসীরে নঈমী, ৯ম পারা, সূরা আ'রাফ, ১৩৭নং আয়াতের পাদটিকা, ৯/১৬০।
২. সিয়রে আ'লামুন নিবালা, ১২/২৯২।

সিরিয়ায় যাও! আমালিকা সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করো! আর নিজেদের জন্মভূমিকে মুক্ত করো! বনী ইসরাঈলরা এতে মন থেকে রাজি ছিল না, না চাইতেই অপারগ হয়ে জিহাদ করার জন্য রাওনা হলো, শেষ পর্যন্ত তাইয়া নামক স্থানে পৌঁছে তারা ভীত হয়ে গেলো এবং বললো: হে মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আপনি ও আপনার রব সাথে যান! জিহাদ করুন! আমরা এখানে বসে আছি। (কুরআনের আশ্চর্য ঘটনা, ১৫ পৃষ্ঠা) আল্লাহ! আল্লাহ! এমন ভীরুতা.....!

একদিকে বনী ইসরাঈল, তাদের উপর আসমান থেকে খাবার অবতীর্ণ হলো, এতদাসত্ত্বে তারা ভীরুতা প্রদর্শন করলো, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রাণ উৎসর্গকারীদের দেখো! কখনো খেজুঁরের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছেন, কখনো দারিদ্রতার কারণে উপবাস, প্রচন্ড ক্ষুধায় পেটে পাথর বাঁধা, এতদাসত্ত্বে বদর যুদ্ধে যখন আহ্বান করা হলো তখন বদর প্রান্তে পৌঁছে গেলো, উহুদের ময়দানে যখন যাওয়ার জন্য আহ্বান করা হলো তখন উহুদ প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে গেলো, কখনো ৩১৩ জন সৈন্য নিয়ে ১০০০ সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, কখনো খায়বরের দরজা উপড়ে ফেলেছেন এবং কখনো রোম ও ইরানের দরজায় করাঘাত করেছে, বনী ইসরাঈলরা মান্না ও সালওয়া আহার করে ভীরুতা প্রদর্শন করেছে, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ক্ষুধার্থ ছিল কিন্তু তাঁদের ভয়ে যুগের বড় বড় বাদশাহ থরথর করে কেঁপেছিল, আল্লাহ পাকের অসংখ্য রহমত ঐ সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان 'র উপর বর্ষিত হোক, তাঁরা বিভিন্ন কষ্ট সহ্য করেছেন কিন্তু দ্বীনের উপর সামান্য পরিমাণও আঘাত লাগতে দেয়নি।

ভাল! বনী ইসরাঈলরা ভীরুতা প্রদর্শন করেছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে তাইয়া ময়দানে বন্দী করে রাখলো, তারা সকালে চলা শুরু

করতো, সারা দিন সফর করতো, সন্ধ্যায় থামতো, তখন দেখতো যেখান থেকে চলা শুরু করেছে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। ৪০ বছর পর্যন্ত এই লোক গুলো এখানেই বন্দী ছিল। (আজায়িবুল কুরআন ৩২ পৃষ্ঠা) শেষ পর্যন্ত তারা এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেল, আল্লাহ পাক তাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাস যাওয়ার নির্দেশ দিল এবং ঐখানে যাওয়ার দুইটি আদব ইরশাদ করলেন:

وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
(১ পারা সূরা বাক্বারা আয়াত নং ৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর দরজা দিয়ে সাজদারত অবস্থায় প্রবেশ করো।

অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করার সময় সিজদায়ে শোকর আদায় করো! বা এর অর্থ এটাই যে, শহরে ঝুঁকে আদব সহকারে প্রবেশ করো। দ্বিতীয় নির্দেশনা হলো,

وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ؕ
(১ পারা সূরা বাক্বারা আয়াত নং ৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর বলো, আমাদের গুনাহর ক্ষমা হোক! আমি (আল্লাহ) তোমাদের অপরাধ গুলো ক্ষমা করবো।

এখানে একটি প্রশ্ন: তাওবা যেখানেই করা হোক না কেন, আল্লাহ পাক শুনেন, জানেন, দেখেন, অতঃপর বনী ইসরাঈলকে বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে, দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সময় গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা এবং শহরে আদবের সাথে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে কেন? এর উত্তরে ওলামায়ে কেরাম বলেন: বায়তুল মুকাদ্দাস বরকতময় জায়গা, এখানে আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার সমূহ অবস্থিত। (তাফসীরে নঈমী, পারা ১, সূরা বাক্বারা, ৫৮ নং আয়াতের পাদটীকা ১/৪১০)

বুঝা গেল আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের মাযারের পাশে, তাঁদের বরকতে তাওবা তাড়াতাড়ি কবুল হয়ে থাকে, এ থেকে এটাও শেখা গেল

যেখানে আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার সমূহ, এই শহর এবং জমিনের অংশকেও সম্মান করা হয়ে থাকে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাবাররুক দ্বারা আরোগ্য লাভ হয়

তাবাররুকের একটি বরকত এটাও যে, এর মাধ্যমে **আল্লাহ পাক** অসুস্থতা থেকে আরোগ্য দান করেন। ১২তম পারা, সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ عَلَيۡهِ السَّلَام এর জামা মুবারকের বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত ইউসুফ عَلَيۡهِ السَّلَام এর বিচ্ছেদে কাঁদতে কাঁদতে হযরত ইয়াকুব عَلَيۡهِ السَّلَام এর দৃষ্টিশক্তিতে প্রভাব পরেছিলো, অতএব হযরত ইউসুফ عَلَيۡهِ السَّلَام এর জামা মুবারক যা হযরত ইব্রাহিম عَلَيۡهِ السَّلَام থেকে ওয়ারিশ সূত্রে পেয়েছিলেন, হযরত ইয়াকুব عَلَيۡهِ السَّلَام এর চোখে লাগানো হলো, তখন কি হলো? **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

فَارۡتَدَّ بَصِيۡرًا ۚ
(পারা ১৩, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তখনই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো।

মহামারীর রোগ থেকে আরোগ্য পেয়ে গেলো

আল্লামা মোল্লা আলী কারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه উদ্ধৃত করেন: একবার বাগদাদ শরীফে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পরলো এবং এত ভয়ঙ্কর রূপ থারন করলো যে, প্রতিদিন এক হাজার করে মানুষ মারা যেতে লাগলো। মানুষ আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে অলীদের সর্দার, হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং পেরেশানির কথা উল্লেখ করলো। হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বললেন: আমাদের মাদরাসার আশেপাশে যেই ঘাস রয়েছে, তা পিষে শরীরে লাগাও এবং খাও, **আল্লাহ পাক** এর বরকতে

অসুস্থদের আরোগ্য দিবেন। তিনি আরো বলেন: যে আমাদের মাদরাসার কূপের পানি পান করবে, সেও আরোগ্য লাভ করবে। লোকেরা তাঁর এই বাণীর উপর আমল করলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه তারা আরোগ্য লাভ করলো। বর্ণনাকারী বলেন: এরপর হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জাহেরী হায়াতে কখনোই বাগদাদে প্লেগ রোগ আসেনি।[১]

ফুলের মালার মধ্যে প্রত্যেক রোগের শিফা

হায়াতে আলা হযরতে রয়েছে: সৈয়দ আইয়ূব আলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র প্রদান কৃত ফুল ছিল, তিনি বলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত এই তাবাররুকাত আমার নিকট বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার ঔষধের প্রয়োজন হবে না, মাথা ব্যথা হলে তখন ঐ ফুলকে পিষে কপালে লাগিয়ে নিবো, জ্বর, ক্ষত স্থান, কাশি ইত্যাদি হলে তখন ঐ ফুলকে পিষে পানির সাথে মিশিয়ে পান করে নিবো এবং আল্লাহ পাকের দয়ায় রোগ দূর হয়ে যাবে।

(হায়াতে আলা হযরত ৩/২০৫)

তাবাররুকাতের বরকতে নিয়মিত নামায আদায়ের সৌভাগ্য নসীব হলো

হে আশিকানে রাসূল! হে আশিকানে আউলিয়া! اَلْحَمْدُ لِلّٰه তাবাররুকাতের বরকতে গুনাহ সমূহের রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়। পীর মেহের আলী শাহ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি যার নাম ছিল মুলখে খোদা বখশ, তিনি ইংরেজী শিক্ষা লাভ করে ছিলেন এবং ইংরেজদের সাথে চাকরি করতেন, বললেন:

১. তাফরিহুল খাতির, ৪৩ পৃষ্ঠা।

ইংরেজদের সাথে চাকরি এবং তাদের মন্দ সংস্পর্শের প্রভাব পড়ে নিয়মিত নামায আদায় করা চলে যেতে বসেছে। একদিন পীর সৈয়দ মেহের আলী শাহ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পানি পান করতে চাইলেন, দুই চুমুক নিজে পান করলেন আর বাকি পানি আমাকে দিয়ে দিলেন, ব্যস এই বরকত পূর্ণ পানি পান করে নিলাম, আল্লাহ পাক এমন নিয়মিত নামায আদায়কারী বানিয়ে দিলেন যে, এরপর কখনো নামায কাযা হয়নি। (মেহের মুনীর ৫৯৩ পৃষ্ঠা)

আউলিয়ে কিরামের নামের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কিরামের সাথে সম্পর্কীত জিনিস বরকতময় হয়ে থাকে। **আল্লাহ পাক** তাঁদের নামের মাঝেও বরকত রেখেছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আউলিয়ো কিরামের মুবারক নামের ওসীলাও সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে এবং বরকত নসীব হয়ে থাকে। জান্নাতী ইবনে জান্নাতী, মুফাসসীরে উম্মত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত: আসহাবে কাহাফ (যারা ছিলেন হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উম্মত এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন অলী, **আল্লাহ পাক** কোরআনে মজীদে তাঁদের নামে একটি সম্পূর্ণ সূরা "সূরা কাহাফ" নামে অবতীর্ণ করেছেন, তাঁদের) নামের ওসীলায় আশা পূরণ হয়ে থাকে এবং বিপদ দূর হয়, শিশুরা কান্না করলে তবে আসহাবে কাহাফের নাম লিখে তার মাথার নিচে রেখে দিন। اِنْ شَآءَ الله দয়া হবে, ক্ষেত খামারের নিরাপত্তার জন্য ক্ষেতে একটি খুটি পুতে দিন এবং আসহাবে কাহাফের মুবারক নাম কাগজে লিখে তাতে ঝুলিয়ে দিন, ঋতুস্রাবের জ্বর আসলে, সম্পদে বরকত চাইলে, সম্পদকে চুরি হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য, সামুদ্রিক সফর করলে, ডুবে

যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য আসহাবে কাহাফের নাম মুবারক লিখে নিজের নিকট রাখুন, اِنْ شَآءَالله এর অশেষ বরকত নসীব হবে।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আপনারা আসহাবে কাহাফের নাম মুবারক নিজে লিখতে না পারেন তবে চিন্তিত হবেন না, اَلْحَمْدُلِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র রূহানী চিকিৎসা বিভাগের স্টলে আসহাবে কাহাফের নাম মুবারকের তাবিয ফিসাবিলিল্লাহ প্রদান করা হয়, এর বরকতে জানিনা কত রোগি যে আরোগ্য লাভ করেছে।

তাবাররুক কবরেও কাজে আসে

আর سُبْحٰنَ الله ঈমানোদ্দীপক বিষয় দেখুন! আউলিয়ায়ে কিরামের মুবারক নাম, তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত জিনিষ শুধু দুনিয়াতেই নয়, মৃত্যুর পর কবরেও কাজে আসে। **"শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া"** যাতে **নবীদের সুলতান, আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং ৪১জন আউলিয়ায়ে কিরামের নাম লিখিত রয়েছে এবং ছন্দাকারে তাঁদের ওসীলায় দোয়া করা হয়েছে, সেই শাজারা শরীফের বরকতের একটি ঘটনা শুরুন আর ঈমান সতেজ করুন। আগষ্ট ২০০৪ সালে মুর্শিদের দেশের হায়দারাবাদ শহরে একজন আত্তারীয়া ইসলামী বোনের ইন্তিকাল হলো। তাকে গোসল প্রদানকারীনি ইসলামী বোনেরা তার আত্মীয় মহিলাকে শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া প্রদান করলেন এবং বললেন: এটা তার কবরে রেখে দিবেন। পরিবারের পুরুষের মাধ্যমে শাজারা শরীফ তাঁর কবরে রেখে দেয়া হলো। কিছুদিন পর মরহুমা তার এক আত্মীয় ইসলামী বোনের স্বপ্নে সুন্দর বিছানায় বসা অবস্থায় দেখা দিলো, তাকে

১. তাফসীরে গারায়িবুল কোরআন, ১৫তম পারা, সূরা কাহাফ, ২২নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৪১২।

খুবই খুশি দেখা যাচ্ছিলো। মরহুমা মুচকি হেসে বললো: এই শাজারা শরীফ নাও এবং ঐ সকল ইসলামী বোনদের কৃতজ্ঞতার সহিত ফিরিয়ে দিও। এটা তাদের আমানত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই শাজারায়ে আত্তারীয়ার বরকতে আমি কবরে অনেক প্রশান্তি লাভ করেছি।[১]

নেক আমল নং ৪৮ 'র প্রতি উৎসাহ প্রদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ আমাদেরকে দ্বীনের ও চরিত্রের প্রত্যেক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদেরকে নেককার হওয়ার উত্তম ব্যবস্থাপত্র "৭২টি নেক আমল" প্রশ্নাবলী আকারে প্রদান করেছেন। নেক কাজ সম্পাদনকারী এবং গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য "৭২টি নেক আমল" 'র উপর আমল করা অনেক উপকারী, আপনিও প্রতিদিন নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করতে "নেক আমলের রিসালার খালি ঘর পূরণ করার অভ্যাস গড়ে নিন। এই রিসালার ৭২টি নেক আমলের মধ্যে ৪৮ নং নেক আমল হলো এটাই যে, আপনি কি আজ আপনার পিতামাতা ও পীর মুর্শিদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া এবং কিছু না কিছু ইসালে সাওয়াব করেছেন?

মসজিদ নির্মাণ বিভাগ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর ৮০ টি 'র অধিক বিভাগে দ্বীনি কাজ করে যাচ্ছে, এই বিভাগ সমূহের মধ্যে একটি বিভাগ হলো "মসজিদ নির্মাণ বিভাগ" এই বিভাগের অধীনে যে সকল এলাকায় মসজিদের প্রয়োজন হয় ঐখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে

১. শরহে শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া, ১৫৯ পৃষ্ঠা।

থাকে, এছাড়া ঐ মসজিদের জন্য ইমাম মুয়াজ্জিন ও খতিব নিয়োগ এবং তাঁদের বেতনের ব্যবস্থাও এই বিভাগের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এই বিভাগ মূলতঃ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র মসজিদের প্রতি মমতা ও মুহাব্বতের ফলাফল, তাঁর এটাই ইচ্ছা যেন মসজিদ আবাদ হয়ে যায়, এর বাস্তব রূপ এই কথার মাধ্যমেও বুঝা যায় তিনি "দা'ওয়াতে ইসলামী" কে মসজিদ ভরা সংগঠন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি সময়ে সময়ে সাপ্তাহিক ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারায় মসজিদকে আবাদ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। হায়! আমরাও আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তম চিন্তা - ধারা অনুযায়ী মসজিদ সমূহ নির্মাণ এবং একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মসজিদ সমূহকে আবাদকারী হতে পারতাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নেককার সন্তান - সন্ততি আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত। নিঃসন্দেহে ঐ সন্তানগণই পরকালে পিতা মাতার জন্য উপকার প্রদানকারী হিসাবে সাব্যস্ত হবে যারা নেককার হবে, আর এই বাস্তবতাও কারো কাছ থেকে গোপন নয় যে, সন্তান - সন্ততিকে নেককার বা দুষ্ট বানানোর ক্ষেত্রে পিতা মাতার প্রশিক্ষণের বড় প্রভাব পড়ে থাকে কিন্তু বর্তমান সময়ে দেখা যায় যে, পিতা মাতারা সন্তান সন্ততিকে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অনেক বেশি উদাসীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত মাদানী মুযাকারায় সন্তান সন্ততিদেরকে প্রশিক্ষণ সম্পর্কেও মাদানী ফুল বর্ণনা করেছেন। আসুন! কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করি।

সন্তান সন্ততিদের প্রশিক্ষণের আদবঃ

✯সন্তান সন্ততিকে অবাধ্য এবং অসৎ বানানোর ক্ষেত্রে কোন সময় স্বয়ং পিতা মাতারও কর্মকান্ড জড়িত থাকে, এই জন্য অধিকাংশ পিতা মাতা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয় না, এই কারণেই ঐ সন্তান সন্ততিও সত্যিকার অর্থে প্রশিক্ষণ পায় না। ✯ ছোট বেলা থেকেই সন্তান সন্ততিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য পরিপূর্ণ মনোযোগী হওয়া চাই, যেমন: যখন দুগ্ধপোষ্য ছোট্ট বাচ্চাকে বিনোদন দিতে চান তখন তার সামনে "আল্লাহ" আল্লাহ" যিকির করতে থাকুন যাতে মুখ দিয়ে কথা বলবে তখন প্রথম শব্দ যেন " আল্লাহ" বের হয়। ✯ বাচ্চার কথায় কথায় চিৎকার করতে বোকামি, এভাবে করাতে বাচ্চা অধিক স্বাধীন হয়ে যায় সুতরাং বার বার বকা দেয়ার পরিবর্তে অধিক মুহাব্বতের সাথে কাজ আদায় করা চাই। ✯ সবার সামনে বাচ্চাকে অপমান করার দ্বারা ধীরে ধীরে তাদের কোমল হৃদয় "বিদ্রোহী" হয়ে উঠে।

ঘোষণা

সন্তান সন্ততিদের প্রশিক্ষণের অবশিষ্ট্য আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الۡحَلِیۡمُ الۡکَرِیۡمُ سُبۡحَانَ اللّٰہِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**